বন্ধ হোক অবৈধ পথে আসা আন্তর্জাতিক কল

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে যে বিষয়গুলো নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচিত, সমালোচিত, বিভিন্ন সভা-সেমিনারের মাধ্যমে দাবি আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে, সরকারের শীর্ষস্থানীয় নীতিনির্ধারণী মহল থেকে কিছু দিন পরপর আশার কথা শোনানো হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো অবৈধ পথে আসা আন্তর্জাতিক কল বন্ধ করার কথা।

বলা যায়, প্রায় ১৫-২০ বছর ধরেই আমরা শুনে আসছি, অবৈধ পথে ভিওআইপি কল চলছে। এর ফলে বৈধ পথে আসা কলের সংখ্যা কমছে। ফলে সরকার ভিওআইপি কল থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। সরকার আসে সরকার যায়। নতুন করে দায়িত্বপাপ্ত কর্মকর্তারা দায়িত্ব নিয়ে ঘোষণা দিয়ে বলেন, অচিরেই অবৈধ ভিওআইপি কল বন্ধ করা হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা দায়িত্ব নিয়ে অবৈধ ভিওআইপি কল বন্ধ করার ব্যাপারে জেহাদ ঘোষণার কথা জাতিকে শুনিয়ে থাকেন প্রায় সময়। ব্যাপারটা আসলে অনেকটা 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত'র মতো। সাধারণ মানুষ মনে করে, এবার বুঝি সত্যিই দেশে অবৈধ ভিওআইপি কলের মালিক-মোক্তারদের পতন ঘটবে। দেশ থেকে বিদায় নেবে অবৈধ ভিওআইপি কল। কিন্তু কয়দিন পরই স্পষ্ট হয়ে যায়, এ দেশ থেকে অবৈধ ভিওআইপি কলের রাজত্বের অবসান ঘটার নয়। কারণ, প্রভাবশালী মহল এ ক্ষেত্রে তাদের স্থায়ী আসন গেড়ে বসে আছে। যাদের সামনে সরকারকেও যেন অসহায় মনে হয়। নইলে বছরের পর বছর দেশে অবৈধ ভিওআইপি কল নিয়ে এত আলোচনা-সমালোচনার পরও কি করে তা আজো অবাধে চলছে এ ব্যবসায়।

অতিসম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকের খবর থেকে জানা যায়– দেশে বিশেষ সুবিধা নিয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মালিকানাধীন আন্তর্জাতিক গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত মুনাফা করছে আইজিডব্লিউর ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তাদের এই একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের ফলে পথে বসছেন স্বল্প আয়ের ভিওআইপি সার্ভিস প্রোভাইডার (ভিএসপি) লাইসেন্সধারীরা। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের ফলে বৈধ পথে আসা ভিওআইপি কল কমে যাচ্ছে। আর এ খাতে সরকারের রাজস্ব হারানোর পরিমাণও বাড়ছে। চলতি বছরের শুরুতেই বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কমিশনে (বিটিআরসি) জমা দেয়া মোবাইল অপারেটরদের সংগঠন অ্যামটবের হিসাবে দেখা যায়, বৈধ পথে আসা কলের পরিমাণ প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ৫৮ কোটি মিনিট কমেছে। এর ফলে সরকার প্রতিমাসে রাজস্ব হারাচ্ছে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু আইজিডব্লিউ প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় হচ্ছে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক কলের মূল্য নির্ধারণ ও সরকারের রাজস্ব ভাগাভাগির বিষয়ে বিটিআরসি একটি বাস্তবসম্মত প্রস্তাব তৈরি করেছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে সরকার রাজস্ব হারাবে না, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এখন দেখার বিষয়, প্রস্তাবটি কত দিনে বাস্তবায়িত হয়। এর সফল বাস্তবায়ন আদৌও জাতি দেখতে পায় কি না। নাকি এটিও আগের মতো কথামালার ফুলজুরি মাত্র।

আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান লার্ন এশিয়ার মতে দুটি কারণে অবৈধ আন্তর্জাতিক কল নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। প্রথমত, সরকারের অতিরিক্ত পরিমাণ রাজস্ব ভাগাভাগির হার নির্ধারণ। দ্বিতীয়ত, মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টির মাধ্যমে ভয়েস কল অপারেটরদের হাতে ব্যবসায় না রাখা।

আসলে ভিওআইপি ব্যবসায় নানা জটিলতার শেষ নেই। সময়ের সাথে এসব জটিলতা শুধু বাড়ছেই। তবে সমস্যার মূলে মধ্যস্বত্বভোগীরা। এদের অবস্থান যতদিন এ খাতে টিকে থাকবে, ততদিন এ খাতে সুষ্ঠু ব্যবসায়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। চলবে মধ্যস্বত্বভোগীদের কায়েমি অবৈধ ভিওআইপি কল ব্যবসায়। তাই মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে ভিওআইপি ব্যবসায়কে বের করতেই হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা ও কঠোর অবস্থান।

প্রীতম
চাঁপাপুর, কুমিল্লা

স্যামসাংয়ের কারখানা এবং আমাদের প্রত্যাশা

বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত পুরোপুরি আমদানিনির্ভর এক খাত। এ খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয় প্রযুক্তিপণ্য কিনতে, যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাত থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা পুরোপুরি পেতে চাইলে আমাদেরকে অবশ্যই প্রযুক্তিপণ্যের ওপর আমদানি-নির্ভরতা কমাতে হবে এবং উদ্যোগ নিতে হবে প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনের। এ কাজটি রাতারাতি বাস্তবায়ন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এ জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট গড়ে তোলার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি চাই দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার পরিকল্পনা।

অনেক দিন ধরে শুনছি– বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কিছু প্রযুক্তিপণ্য প্রস্তুতকারক বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট গড়ে তুলতে আগ্রহী। কেননা চীন, ভিয়েতনামসহ অন্যান্য দেশের শ্রমমূল্য অনেক বেড়ে গেছে। সম্প্রতি ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড স্যামসাং বাংলাদেশীদের হাতে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য তুলে দিতে নরসিংদীতে একটি ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট করছে।

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার কামারগাঁওয়ে ১৬ একর জায়গার ওপর এই কারখানার ভিত্তি ফলক উন্মোচন করা হয়েছে। এই কারখানায় টিভি, রেফ্রিজারেটর, এসি, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ও ওয়াশিং মেশিন প্রস্তুত করা হবে। স্যামসাংয়ের দক্ষিণ কোরিয়ার প্রযুক্তিগত সহায়তায় এখানকার সব পণ্য প্রস্তুত করা হবে। সাড়ে ৭ লাখ স্কয়ার ফুটের এই প্লান্ট থেকে বছরে ৪ লাখ রেফ্রিজারেটর, ২ লাখ ৫০ হাজার মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ১ লাখ ২০ হাজার এসি, ২ লাখ টিভি ও ৫০ হাজার ওয়াশিং মেশিন তৈরি হবে। বিশ্বখ্যাত স্যামসাং প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে– বাংলাদেশে ভালো বিনিয়োগ পরিবেশ রয়েছে। এ প্লান্টে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হচ্ছে। বাংলাদেশী ক্রেতারা সাশ্রয়ী মূল্যে স্যামসাং পণ্য কিনতে পারবেন। তিন হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এখানে। স্যামসাংয়ের এই উৎপাদন ইউনিটটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতের ব্যবসায় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় প্রযুক্তিভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রি হবে। আমরা আশা করছি, আগামীতে আরও কিছু প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশে তাদের পণ্যের ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট এখানে প্রতিষ্ঠা করবে, যা আমাদের অর্থনীতিতে রাখবে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা।

আসাদ চৌধুরী
উত্তরা, ঢাকা

স্থপতি ইয়াফেস ওসমান
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী

জ্ঞান বড় সম্পদ
চর্চায় বেড়ে যায়
নদীর স্রোতের মত
থেমে গেলে মরে যায়।।